সমকাল

তারিখ ... 02 MAR 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৭ ...

একুশে গ্রন্থমেলার সমাপ্তি

মিলনমেলা বিস্তৃত হোক বছরজুড়ে

শুক্রবার ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হওয়ার মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটেছে এ বছরের অমর একুশে গ্রন্থমেলারও। লেখক, প্রকাশক, পাঠক ও দর্শনার্থীর ভিড়ে এক মাস ধরে মুখর বইমেলাঙ্গন এখন নীরব। সমকালে প্রকাশিত এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদনের শিরোনামে প্রতিফলিত হয়েছে যথার্থ চিত্র– 'ভাঙল মিলনমেলা'। এর মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হলো বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের প্রধান মৌসুমেরও। সমকালের প্রতিবেদন সূত্রে জানা যাচ্ছে, এবার মেলায় নতুন বই এসেছে প্রায় তিন হাজার। বিক্রি হয়েছে ১৬ কোটি টাকার বেশি। আমরা জানি, প্রকাশকরা সারাবছর এই এক মাস বইমেলার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। সংখ্যা ও গুণগত দিক থেকে সেরা বিনিয়োগ ও মুনাফা তারা এই বইমেলাতেই করে থাকেন। লেখকরাও তাদের সাংবাৎসরিক লেখালেখি বই আকারে প্রকাশ করতে চান এই মেলাকে সামনে রেখেই। এমনকি পাঠকরাও তাদের পছন্দের বই কেনার জন্য ফেব্রুয়ারি মাসের জন্য অপেক্ষা করেন। কেবল একটি মাস বা মেলাকে কেন্দ্র করে লেখক, প্রকাশক, পাঠকের এমন প্রবণতা বিশ্বে বিরলই বটে। অস্বীকার করা যাবে না যে, বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার এই মাসে আয়োজিত বইমেলা নিছক বিক্রেতা-ক্রেতার বিষয় নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জাতীয় গৌরব। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে রক্তাক্ত আন্দোলন যে পরিণতি পেয়েছিল তা বাঙালিকে পৌঁছে দিয়েছিল নতুন ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে। সেই মাসে বাংলা প্রকাশনা শিল্প নতুন গতি ও বিস্তৃতি পেতেই পারে। ভাষাশহীদদের স্মরণার্থে স্বল্প বইয়ের উৎসব আর দশটা আয়োজনের চেয়ে জনসাধারণকে বেশি আকৃষ্ট করবে, অস্বাভাবিক কী? কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, কেবল এক মাস বই কিংবা প্রকাশনা শিল্পের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রেখে বাকি সময় ঔদাসীন্য কতটা যৌক্তিক? লেখক ও প্রকাশক কেবল এক মাসের জন্য তাদের সব সামর্থ্য তুলে রেখে বাকি ১১ মাস হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন, আর যাই হোক একটি জাতির পঠন-পাঠনের জন্য এটা স্বাস্থ্যকর হতে পারে না। আমরা জানি, গ্রন্থ হচ্ছে মানুষের সারাজীবনের বন্ধু। সুখে, দুঃখে, বিভ্রান্তিতে বই-ই দেয় একান্ত সঙ্গ। তবে কেন পাঠকরা ১১ মাস বইবিহীন থাকবেন? স্বীকার করতে হবে, বেশ কয়েক বছর ধরেই মেলাকে কলুষমুক্ত করার যে চেষ্টা ছিল, প্রকাশকদের বাইরে কাউকে স্টল না দেওয়ার যে দাবি ছিল, এবার সে লক্ষ্যে কঠোর অবস্থান নিয়েছে বাংলা একাডেমি। বইমেলার সার্বিক ব্যবস্থাপনাতেও ছিল ইতিবাচক পরিবর্তন। তবে পাবলিক টয়লেটের স্বল্পতা এবারও ঘোচেনি। এবারের মেলা বাংলা একাডেমি চত্বরের বাইরেও সম্প্রসারিত হওয়ায় কেউ কেউ এর সাফল্য নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। সম্মিলিত উৎসাহ ও উদ্দীপনা সেই সন্দেহ অমূলক প্রমাণ করেছে। সব শঙ্কা হার মেনেছে বাঙালির বইপ্রেমের কাছে। কিন্তু সারাবছর বই লেখা, প্রকাশ ও বিক্রি না হওয়ার পুরনো প্রসঙ্গের সুরাহা হলো না। আমরা দেখলাম, মেলা সম্প্রসারণ নিয়ে শঙ্কা উতরাতে পেরেছে বাংলা একাডেমি, প্রকাশক গোষ্ঠী। সারাবছর বই প্রকাশের চ্যালেঞ্জটিও কি সম্মিলিতরা নিতে পারেন না? আমরা বিশ্বাস করি, সম্প্রসারিত মেলায় যেভাবে পাঠক ও দর্শনার্থীরা সহযোগিতা ও উৎসাহ জুগিয়েছেন, একইভাবে সারাবছর যদি নতুন বই পাওয়া যায়, তারা এগিয়ে আসবেন। একুশে গ্রন্থমেলা উপলক্ষে যে মিলনমেলা বসেছিল, তা বিস্তৃত হবে বছরজুড়ে। শক্তিশালী হবে বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্প, বাড়বে নাগরিকদের জ্ঞানপিপাসা ও তা নিবারণের সুযোগ।